দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ...

05 2002

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির ঘটনা আরো ফাঁস হয়ে পড়ায় স্বার্থান্বেষী একটি চক্র অস্থিতিশীল অবস্থা তৈরীতে মেতে উঠেছে

মিজানুর রহমান তোতা ও এইচএম আলাউদ্দিন ।। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি ও অনিয়ম তদন্তকালে আরও ঘটনা ফাঁস হয়ে পড়ায় স্বার্থান্বেষী একটি চক্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিনষ্ট করে একটি অস্থিতিশীল অবস্থা তৈরী করার চক্রান্তে মেতে উঠেছে। দুর্নীতি ও অনিয়মের তদন্তকালে এই মহলটি তাদের অপকর্ম ধামাচাপা দিতে চালাচ্ছে নানা অপতৎপরতা। প্রশাসনের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরাতে তারা মোক্ষম সুযোগ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংকট নিরসনে প্রশাসনের উদ্যোগ তথা সাম্প্রতিক নিয়োগকে বেছে নিয়েছে। সরকারের একাধিক গোপন সংস্থার দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রশাসনের আমলে দেড়শ' মেঃ টন চালের কাজে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর টাস্কফোর্সের পক্ষ থেকে একটি টীম ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারীর নামে পৃথক ৪টি মামলা দায়ের করে। এই ৮ জন ৫০ মেঃ টন চালের টিআর এবং কাবিখার ১০টি প্রকল্পের কমিটির সাথে জড়িত। সরেজমিন ও কাগজপত্রে মাটি ভরাট কাজে নজিরবিহীন দুর্নীতি উদঘাটন হওয়ায় এই চক্রটি শংকিত হয়ে পড়েছে। খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে ঐ মামলা ৪টির চার্জশীট দেয়া হবে। অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িত এসব কর্মকর্তারা সম্ভাব্য শাস্তির আশংকায় নানামুখী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

সাবেক প্রশাসনের আমলে ভুয়া শিক্ষাগত ও অভিজ্ঞতার কাগপত্রের সার্টিফিকেট দাখিল করে রাজনৈতিক তদবিরের মাধ্যমে চাকরি লাভকারী এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী এখন হন্যে হয়ে ছুটছে বিভিন্ন মহলের কাছে। এদের অনেকেই একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের নেতা ও সংগঠনের দফতরে নিয়মিত ধরনা দিচ্ছে। নতুন প্রশাসনের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রদান করে বিবৃতি আদায়ের চেষ্টা করছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় কর্মকর্তা আত্মঘাতমূলক তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে বলে জানা গেছে। তারা মূলত অসুবিধার মধ্যে আছে কর্তৃপক্ষের বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপের কারণে। কর্তৃপক্ষের ঐ পদক্ষেপের কারণে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে আর্থিক শৃংখলা ফিরে এসেছে। ফলে প্রতি মাসে লাখ লাখ টাকা সাশ্রয় হচ্ছে।

অন্যদিকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন নির্মাণ কাজে যে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। এতে ব্যাপক আর্থিক অনিয়মের প্রাথমিক তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। সব মিলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিবাজ ও সুবিধাভোগী চক্রটি এখন অপপ্রচার শুরু করেছে। তারা কল্পকাহিনী প্রচার করে বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করার গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।

উল্লেখ্য, এর আগে ঐ মহলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ঘটনার জের হিসেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়কেও অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে। আর এর নেতৃত্বে আছেন আওয়ামী ও বাম ঘেঁষা কিছু শিক্ষক ও কর্মকর্তা। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সতর্কতার কারণে তারা ব্যর্থ হন। এখন তারা নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। সম্প্রতি ঐ চক্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ডিসিপ্লিন ও এমবিএ-র ক্লাস রুমের সমস্যাকে পুঁজি করে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে ঠেলে দেয়ারও চেষ্টা করে। কিন্তু ভিসির তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে তাদের সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে।